দৈনিক ইত্তেফাক

JAN 16 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পুলিশ এ্যাকশন নিচ্ছে (১), পুলিশের গুলীতে আহত ছাত্রকে নিয়ে যাচ্ছে সতীর্থরা (২), বিক্ষোভকারীরা রেল লাইন তুলে ফেলেছে (৩), বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বজায় রাখতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করছে শিক্ষার্থীরা (৪) -ইত্তেফাক

কৃষি ভার্সিটি ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র

ফুঁসে উঠেছে ময়মনসিংহ ● পুলিশের গুলীতে প্রোক্টরসহ আহত শতাধিক ● রেললাইন উৎপাটন, বহু কক্ষ ভাংচুর ও যানবাহনে আগুন ● শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ ● আন্দোলনের সাথে ভিসির একাত্মতা প্রকাশ ● পরীক্ষা স্থগিত

তোফাজ্জল হোসেন রনি, বাকৃবি সংবাদদাতা ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ৪১ বছরের ঐতিহ্যবাহী নাম মুছে ফেলার প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও জনতার বিক্ষোভ দমনে পুলিশ গতকাল মঙ্গলবার গুলীবর্ষণ করলে শতাধিক আহত হয়। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার ব্যাপক ... এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। লাঠিচার্জ, গুলীবর্ষণ, গ্যাস সেল নিক্ষেপে ক্যাম্পাসসহ গোটা ময়মনসিংহ ফুঁসে উঠেছে। রেল লাইন উৎপাটন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক কক্ষ ভাংচুর, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ছাত্র-জনতার তোপের মুখে ভিসি আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে। গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশ শব্দ বাদ দিয়ে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের খবর প্রচার হবার পরই ক্যাম্পাস ও ময়মনসিংহ শহর জ্বলে উঠে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে গত সোমবার রাতেই আন্দোলন শুরু হয়। সরকারের ঘোষণার প্রতিবাদে রাতেই

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

মন্ত্রিসভায় বাকৃবি'র নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়নি

বাসস ॥ গত সোমবারে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের

(২য় পৃঃ ৭-এর ...)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃঃ পর)

বিক্ষোভকারীরা রেল লাইন উপড়ে ফেলে। ভোরে রেল লাইন মেরামত করা হলে গতকাল সকাল ১০টায় দ্বিতীয় দফা তুলে ব্রহ্মপুত্র নদে ফেলে দিলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

গতকাল সকালে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিক্ষোভের সাথে ময়মনসিংহের সর্বস্তরের লোকজন একাত্মতা ঘোষণা করে। প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল শুরু হওয়ার পর পুলিশ এ্যাকশনে নেমে পড়ে।

পুলিশ সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে বাধা দিলে সবাই প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশ লাঠিচার্জ, গ্যাস সেল নিক্ষেপ ও গুলীবর্ষণ শুরু করলে বিক্ষোভকারীরা ইট পাটকেল ব্যবহার করে।

সংঘর্ষ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক কক্ষ ও চারটি গাড়ী ভাংচুর করা হয়। এছাড়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে যানবাহন ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। ভাংচুর চালানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের অফিস কক্ষ, প্রশাসনিক ভবনের সকল কক্ষ, বিনার অফিস, সিড প্যাথলজি অফিস, অডিটোরিয়াম, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, প্রজেক্ট হাউস, ষ্টোর রুম, প্রকৌশল ভবন, জনসংযোগ বিভাগ, সাংবাদিক সমিতি অফিসে। দাঙ্গা পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য দুই শতাধিক রাউন্ড রাবার বুলেট ও গ্যাস সেল ব্যবহার করে। রাবার বুলেটে কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র, এডভাইজার প্রফেসর ডঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম, প্রক্টর প্রফেসর ডঃ মোঃ নজরুল ইসলামসহ পাঁচজন শিক্ষক ও তিনজন কর্মকর্তা আহত হন। ক্যাম্পাসের মধ্যে জনতার তোপের মুখে পড়েন ভিসি। এ অবস্থায় তিনি আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ভিসি প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ভিসির কাজকর্মের পরিবর্তে জনতার সাথে থেকে আন্দোলন করে যাবো। ছাত্রনেতা এসএমএ খালিদও বক্তব্য রাখেন। বিক্ষোভকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুকের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। দুপুর ১২টার পর সংঘর্ষ বন্ধ হলেও ক্যাম্পাস ও ময়মনসিংহ শহর উত্তপ্ত রয়েছে।

দুপুরে বিক্ষোভকারীরা দুইটি মাইক্রোবাস, একটি এ্যাম্বুলেন্স, একটি ডেনিডার গাড়ী ভাংচুর করে। এদিকে সংঘর্ষে আরো আহত হয়েছেন ১০/১২ জন ছাত্রী ও কয়েকজন সাংবাদিক। আহতদের ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে পুলিশের পাশাপাশি বিডিআর মোতায়েন করেছে। এদিকে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র শিবির, শিক্ষক সমিতি ও সাংবাদিক সমিতি নাম পরিবর্তনের সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে। আন্দোলনের রূপরেখায় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। বিকেলে স্থানীয় এমপি দেলোয়ার হোসেন খান দুলু আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে দ্রুত নাম বহাল রাখার আশ্বাস দিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

ইসলামপুর (জামালপুর) সংবাদদাতা জানান, ঢাকা-দিনাজপুর রুটে চলাচলকারী আন্তঃনগর তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা বাতিল করায় মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী সহস্রাধিক যাত্রীকে বাহাদুরাবাদ ঘাটে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এদিকে ট্রেনটির যাত্রা বাতিল করায় ইসলামপুর রেলষ্টেশনে প্রথম ষ্টপেজ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে গেছে। রেল সূত্র জানায়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা মঙ্গলবার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেশনে রেল লাইন উৎপাটন করায় আন্তঃনগর তিস্তা ট্রেনটির যাত্রা বাতিল করে ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়।